সংবাদ

তারিখ 15 DEC 2016
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

সংবাদ

বেরোবিতে অরক্ষিত একাত্তরের দমদমা বধ্যভূমি

# বেরোবির দমদমা বধ্যভূমি অসংরক্ষিত : অস্তিত্ব সংকটে

**তপন কুমার রায়, বেরোবি :**

স্বাধীনতার ৪৫ বছরেও অরক্ষিত, অযত্ন আর অবহেলায় পড়ে আছে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত রংপুরের দমদমা বধ্যভূমি। বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ ও বধ্যভূমিটি সংরক্ষণের জন্য বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব নেয়ার ৬ বছরেও কার্যত কোনো উদ্যোগ গ্রহন না করায় বিলীন আর দখল যজ্ঞে আজ অস্তিত্ব সঙ্কটে দেশের অন্যতম এই বধ্যভূমি। এ পর্যন্ত সীমা নির্ধারণ না করায় বেসরকারি একটি কোম্পানি আর স্থানীয় ভূমি খেকোদের থাবায় বিলীন হতে বসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ঐতিহাসিক গবেষণার এই স্থান। তবে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. একেএম নূর-উন-নবী জানিয়েছেন দমদমা বধ্যভূমি দখল থেকে মুক্ত করার জন্য সীমা নির্ধারণের জন্য আইনি সহায়তা নেয়ার চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে।

**বধ্যভূমির সীমানা নির্ধারণে আইনি সহায়তা নেয়া হবে : ভিসি**

অনুসন্ধানে জানা যায়, ১৯৭১ সালের ৩০ এপ্রিল রংপুর-বগুড়া মহাসড়কের দমদমা ব্রিজের কাছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কারমাইকেল কলেজের ৪ শিক্ষক অধ্যাপক সুনীল বরণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক রামকৃষ্ণ অধিকারী, অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন রায় এবং অধ্যাপক কালাচাঁদ রায় এবং তার সহধর্মিণী মঞ্জুশ্রী রায়কে রাতের অন্ধকারে ক্যাম্পাস থেকে ধরে এনে গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করে। এই বেদনাবিধুর কাহিনীর রেশ কাটতে না কাটতেই ৭ জুন আবার এ স্থানে ঘটে আরেক লোমহর্ষক ঘটনা। ওই দিন রাতের স্তব্ধতাকে কাটিয়ে গভীর রাতে একে একে তিন ট্রাক বোঝাইকৃত শত শত সাধারণ মানুষকে এনে আবারো এই দমদমা নামক স্থানে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঘটনার দীর্ঘদিন পর ২০০০ সালের ১৪ ডিসেম্বর কারমাইকেল কলেজ শিক্ষক পরিষদ মহাসড়কের পাশে একটি স্মৃতিফলক ও মূল স্থানে একটি ছোট স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেন। সর্বশেষ ২০১০ সালের ২৯ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ ও বধ্যভূমি সংরক্ষণের দায়িত্ব নেয় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। তবে গত কয়েকে বছর আগে বধ্যভূমির নামসহ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একটি সাইনবোর্ড টাঙানো থাকলেও এখন উধাও হয়ে গেছে সেই সাইনবোর্ড। সরেজমিন দেখা গেছে, বধ্যভূমির সীমা নির্ধারণপূর্বক কোনো সীমা প্রাচীরসহ স্থাপনা না থাকায় একটি বেসরকারি হাউজিং করপোরেশনের উদ্যোগে দু'দিকে টিনের সীমানা প্রাচীর দেয়া হয়েছে। তোলা হচ্ছে বহুতল ভবন। মূল মহাসড়ক হতে অনেকটা ঢাকা পড়েছে স্থানটি। ফলে বিঘ্নিত হচ্ছে বধ্যভূমির প্রকৃত জায়গা। অন্যদিকে, ঠিক বধ্যভূমির স্তম্ভের পাশ দিয়েই তৈরি করা হয়েছে রাস্তা। ওই রাস্তা দিয়ে একটি মাটি বোঝাই ট্রাক চলাচল করতেও চোখে পড়ে। ফলে ক্রমান্বয়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে স্থানটির মূল ভিটেমাটি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বধ্যভূমির সংরক্ষণের জন্য জমিদানকারী পরিবার কথামত, বধ্যভূমির জন্য ছয় শতক জমি দেয়া হয়েছে। তবে যে সেখানে ছয় শতক জমির কোনো অস্তিত্ব নেই তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। অনেকটা দখল আর বিলীন হতে বসেছে ঐতিহাসিক এই স্থানটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দাবি বধ্যভূমিটি সংরক্ষরণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যেন খুব দ্রুত কার্যকারী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. একেএম নূর-উন-নবী সংবাদকে বলেন, সম্প্রতি সীমা নির্ধারণের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ কীভাবে নেয়া যেতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। খুব শিগগিরই সীমা নির্ধারণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজনে আইনি সহযোগিতা নেয়া হবে। এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। সীমা নির্ধারণপূর্বক বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র বধ্যভূমিটি সংরক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের যা করণীয় তাই করা হবে বলে জানান তিনি।